সংবাদ

18 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষা

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

এ বছর শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেয়া পাঠ্যপুস্তকে নানা ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করা গেছে। এ নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা, সমালোচনা। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই বিপুলসংখ্যক প্রাইমারি ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সরকারের এ ধরনের শুভ উদ্যোগকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে পাঠ্যপুস্তকে থাকা অসংখ্য ভুল, বিভ্রান্তিকর তথ্য যা ইতোপূর্বে দেখা যায়নি। বিনামূল্যে সকল শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু বিগত বছর থেকেই পাঠ্যবইগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যা বর্তমান বছরে প্রকট রূপ ধারণ করে। এ বছরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব ত্রুটিপূর্ণ বই সরবরাহকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিতে রাজি নন দেশের সচেতন মহল। ইতোমধ্যে ২০১৭ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ছাপার ভুল, বানান-তথ্য বিভ্রাট, বাক্য গঠনে ত্রুটি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাব ও ধর্মীয় ও লৈঙ্গিক বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের লেখা বাদ দেয়াসহ নানা অসঙ্গতি প্রকাশে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে প্রত্যাহার এবং সুষ্ঠু তদন্তে বিবেচিত দোষিদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দেশের ৮৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের মতে, একটি জাতির অগ্রযাত্রার গতিপথ নির্মিত হয় সঠিক শিক্ষা-কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই। শিশু শিক্ষার্থীদের 'মেধা-মনন-ব্যক্তি-চেতনা গড়ে তোলায় শৈশবের শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধানে শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত ভুলের ধরন তুলে ধরা হয়েছে। জাতির জনকের নামের সাথে 'বঙ্গবন্ধু' বানানটির 'ঙ' ভেঙে ঙ-গ আলাদা করে লেখা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম 'সায়েরা খাতুন' এর বদলে 'সায়েরা বেগম' উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটিকে কোথাও 'মুকতিযুদ্ধ' লেখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে বর্ণ পরিচয়ে 'ও'তে 'ওড়না' না লিখে জেন্ডার নিরপেক্ষ কত শব্দ ব্যবহার করা যেত। অ-তে অজ (ছাগল) বোঝাতে একটি ছাগলকে গাছে চড়ে আম খেতে দেখানো হয়েছে যা শিশুর মনেও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, আসলেও কি ছাগল গাছে চড়ে বা আম খায়? এটা কীভাবে কেন হলো বোধগম্য নয়। শিশুর বর্ণ পরিচয়ে বর্ণসংশ্লিষ্ট চিত্রটির বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে কুসুম কুমারী দাশের বিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' কবিতায় (যা আমাদের আজও মনে আছে) এত বিকৃতি, কোন ধরনের অসতর্কতার ফসল! কবির লেখায় আছে 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'। অথচ বইয়ে লেখা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে'। অন্য অংশে 'মানুষ হইতে হবে এই তার পণ' এর বদলে লেখা হয়েছে 'মানুষ হতেই হবে'। 'হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দানে' এর 'খাট' শব্দটিকে বদলিয়ে 'খাটো' লেখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু শিক্ষা বইয়ের পেছনে 'Do not Hurt anybody'-র বদলে 'Do not Heart Anybody' লেখা হয়েছে যা বাক্যটিকে একবাবের অর্থহীন ও হাস্যকর করে দিয়েছে। এ যেন 'হৃদয়ে' জোরেসোরে 'আঘাত' করাই মতো বিষয়। পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে 'ঘোষণা' শব্দের বানান 'ঘোষনা' লেখা রয়েছে।

এছাড়া আরও কিছু বানান ভুল রয়ে গেছে এ বছরের পাঠ্যপুস্তকে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। অষ্টম শ্রেণীর গল্পের বই 'আনন্দপাঠ'-এ মৌলিক গল্পের বদলে সব কটিই বিদেশি গল্পের অনুবাদ। এ দেশে ভালো গল্প লেখকের কি এতোই আকাল পড়ে গেল? সৃজন ও মনন বিকাশের উপযোগী পূর্বের লেখাগুলো বাদ দিয়ে নতুন সতেরটি লেখা সন্নিবেশিত করা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৩-২০১২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের দশটি গদ্য ও পদ্য ২০১৩-২০১৬ সালে বাদ দেয়া হয়েছিল যা এ বছরের পাঠ্যক্রমে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্ম বইয়ে থাকা কিছু বিষয়কে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ে আনা হয়েছে। এ দেশের মাটি ও মানুষের হাজার বছরের সৌহার্দ্যের সংস্কৃতিকে বাদ দেয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। শিশুর মননে যে সংস্কৃতির আলো পৌঁছানো প্রয়োজন তাতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। অথচ বাঙালির সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক ও গুণগত মানের শিক্ষা যা শিশুর মননে এক উন্নত সমৃদ্ধ জীবনের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মতে, সাধারণত শ্রেণী শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে পাঠ্যক্রম পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিয়োজনের পর খসড়া তৈরি করতে হয়। এরপর তা চূড়ান্ত করার দায়িত্ব এনসিটিবির। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে খসড়া কমিটিতে নামিদামি ভার্সিটি, কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকলেও যার বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন সেই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ শিক্ষকই থাকেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কারিকুলাম তৈরি, পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদনা পরিষদের দায়িত্বে থাকেন বেশ দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। কোনও পুস্তক মুদ্রণের পর সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। দায়িত্বশীল কারও মতে একটি বইয়ের পাঠ্যক্রম বুঝতে, ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় নিয়ে স্টাডি করা প্রয়োজন। কিন্তু তা না করে এনসিটিবির সভায় খসড়া পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের জন্য দেয়া হয়। এত স্বল্প সময়ে কারও পক্ষে তা ভালোভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর ফলশ্রুতিতে এনসিটিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়সারা কাজটি সমাপ্ত হয়ে যায়। সময় স্বল্পতার কারণে এতসব ভুল-ত্রুটি হওয়ার কথা নয়, কেননা সারা বছরই তো পড়ে থাকে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত বই পৌঁছে দেয়ার জন্য। দেশের বিপুলসংখ্যক প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে এতগুলো পাঠবই সরবরাহ করার বিশাল কর্মযজ্ঞের শুভ উদ্যোগকে কারও ভুল বা অসতর্কতার কারণে বিতর্কিত হওয়াকে মেনে নেয়া যায় না।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমের আওতায় ১৯ কোটি ৯০ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫১টি পাঠ্যবই দেয়া হয়। বিগত ৮ বছরে বিতরণ করা মোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৫ কোটি। বর্তমান সরকারের এ ধরনের শুভ উদ্যোগ দেশের বাইরেও নজর কেড়েছে। দেশের দরিদ্র শিশুদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে যাওয়ার কারণে যেখানে পঞ্চম শ্রেণীর আগেই ৩৮ শতাংশ এবং নবম শ্রেণী পার না হতেই ৪২ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ত, সে হার হ্রাস পেয়েছে। বাড়ছে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এবারে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই, পাঁচটি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা প্রাক-প্রাথমিকের বই ও শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষকদের শিক্ষক নির্দেশিকা দেয়া সরকারের শিক্ষা প্রসারের অভিযাত্রায় যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা। বছরের প্রথম দিনে পাহাড়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ায় স্কুল থেকে তাদের ঝরে পড়ার হার কমবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি থাকলেও সেখানকার স্কুলগুলোতে এতদিন শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। এসবই বর্তমান সরকারের বিশেষ অর্জন।

পঞ্চম শ্রেণীর ছয়টি পাঠ্য বই থেকে হঠাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীতে তেরোটি পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। শিশুর ওজনের ১০ শতাংশের বেশি বইয়ের বোঝা বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারিও হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ভুলের তীব্র সমালোচনার মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের বই পরিমার্জন করে অধিকতর পাঠযোগ্য আকর্ষণীয় ও সহজ বোধগম্য করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের জন্যও এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। ২০১২ সালে প্রণীত নতুন পাঠ্যক্রমের আলোকে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। কিন্তু মাত্র তিন বছর যেতে না যেতে এবারের পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। পাঠ্যপুস্তকে এ বছরের ব্যাপক ভুল-ত্রুটির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ের পেছনের মলাটে ইংরেজি শব্দ ভুল লেখার কারণে এনসিটিবির আর্টিস্ট কাম ডিজাইনারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পুস্তক প্রণয়নে বড় ধরনের ভুল-ত্রুটির কারণ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। কারও দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শুভ উদ্যোগ যেন প্রশ্নবিদ্ধ না করা হয় সেদিকে সজাগ থাকা জরুরি। আগামী দিনে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ প্রণীত নির্ভুল, সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানভিত্তিক, উন্নত মানবিক চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ কারিকুলাম তৈরি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি, যাতে শিশু অবস্থা থেকেই সুনাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পুস্তক পাঠে সঠিক জ্ঞানলাভ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে পরবর্তীকালে আলোকিত মানুষ হয়ে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার হাল ধরতে পারে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও গল্পকার]